যুগান্তর

তারিখ ... 14 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...৫...

বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা চালুর নীতিমালা আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক : এপিইউবি

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস অব বাংলাদেশের (এপিইউবি) নেতারা বলেছেন, বাংলাদেশে বিদেশী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তৈরি করা বিধিমালা প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং প্রণীত বিধিমালা সংশোধন করতে হবে। শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় তারা এসব দাবি পেশ করেন। সংগঠনের সভাপতি আবুল কাশেম হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অধ্যাপক ড. মুজিবুর রহমান খান। অন্যান্যের মধ্যে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর শামসুল হক, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর মোঃ নূরুল ইসলাম, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি আবদুল মান্নান চৌধুরী, ইউআইইউ ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. আরিফুর রহমান এবং স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার ড. লুৎফুর রহমান আলোচনায় অংশ নেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। দেশের ৭০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যোগ্য শিক্ষক পাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) যোগ্য শিক্ষক তৈরিতে কোন ভূমিকা রাখছে না। বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান উন্নয়নে সরকারের কাজ করা উচিত। মান ঠিক না করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের কোন যুক্তি নেই।

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক নূরুল ইসলাম বলেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। অবসরে যাওয়া শিক্ষকদের দিয়ে আর কতোদিন চলবে। এখন অবস্থা এমন হয়েছে কলেজ থেকে শিক্ষক এনে পড়ানোর মতো অবস্থা হয়েছে। ইউজিসি তদারকি করতে পারছে না। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলা হলে মার খাবে দেশের ৭০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, শাখা কেন্দ্র কিংবা এজেন্সি খোলার যে বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে তাতে আমাদের মতামত নেয়া হয়নি। আমাদের দাবি হচ্ছে, প্রণীত বিধিমালাটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর আলোকে হতে হবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলার জন্য প্রণীত বিধিমালা প্রত্যাখ্যান করছি।

ইউআইইউ ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. আরিফুর রহমান বলেন, গুণগত মান ঠিক করা জরুরি কাজ। ভারত এবং চীনকে মডেল ধরে এগোতে হবে। ইউজিসি সার্বিক সহায়তা দেয়ার পরিবর্তে উল্টো পথে হাঁটছে। আমরা তৈরি করা বিধিমালা সংশোধনের দাবি জানাচ্ছি।

সভাপতির বক্তব্যে আবুল কাশেম হায়দার বলেন, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-কে পাশ কাটিয়ে কার স্বার্থে এ বিধিমালা তৈরি করা হল। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলায় আমাদের আপত্তি নেই। তবে তা হতে হবে আইনের আওতায়। তাছাড়া যে কোন বিধিমালা সব সময় একটি আইনের আওতায় প্রণীত হয়। এ বিধিমালা কোন আইনের আওতায় তৈরি করা হয়েছে তা জাতি জানতে চায়। এক প্রশ্নের জবাবে কাশেম হায়দার বলেন, আমরা সরকারের কাছে বহুবার বলেছি, যারা সার্টিফিকেট বেচাকেনা করেন তাদের শাস্তি দিন। তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করুন। তাদের অনুমোদন বাতিল করুন। অজ্ঞাত কারণে সরকার একটি ঘটনাও তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট বেচাকেনার বদনাম সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হচ্ছে। আমরা এ দায়ভার আর নিতে চাই না।